খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইনস্টাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ

প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮

www.khaborsojasuji.com

Vol- 4 ● Issue- 07 ● Bardhaman ● 15 September 2026 ● Rs. 2.00 (Four Pages)

এক নজরে

● মাইক্রোফিনান্স কোম্পানির ঋণের জালে জর্জরিত গ্রাম বাংলার হাজার হাজার সাধারণ মানুষ।খালি হাতে ঋণের প্রলোভন দেখিয়ে চড়া সুদে ঋণ দান,সঙ্গে অত্যধিক প্রসেসিং ফি।লোন শোধ করতে না পারলে চলে মানসিক অত্যাচার,হুমকি,গালিগালাজ, অভিযোগ।

● এসআইআরে যে সব যোগ্য ভোটারদের নাম বাদ গেল তাদের নাম কবে আবার ভোটার লিস্টে ঢুকবে ? ট্রাইব্যুনালে যাচাই প্রক্রিয়া কি বছরের পর বছর ধরে চলবে ? উঠছে প্রশ্ন।

● দিন দিন বাড়ছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম।হাটে পেঁয়াজ এখন ৭০/৮০ টাকা কেজি।পেঁয়াজের ঝাঁজে চোখে জল সাধারণ মানুষের।হেঁসেল সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে সাধারণ গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষ।

● আলু এবার নিলামের পথে।হিমঘরে আলুর দাম নেই, কেনার তেমন খদ্দেরও নেই।দেনার দায়ে মাথায় হাত চাষিদের।চাষিদের বাঁচাতে এখনও পর্যন্ত নেই কোনও সরকারি ঘোষণা।আলু নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করুক রাজ্য সরকার, চাষ ও চাষিদের বাঁচাতে সমবায় সমিতি ও ব্যাঙ্কের কৃষি ঋণ মকুব করুক সরকার,চাইছেন মানুষজন।

● বিএড কলেজ না ডিগ্রি বিক্রির কারখানা ! রাজ্যে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে বিএড কলেজ।বিএড কলেজের হালহকিকত দেখে চক্ষু চড়কগাছ শিক্ষা মন্ত্রীর।সাড়ে চারশোর বেশি বিএড কলেজকে শোকজ করল শিক্ষা দপ্তর।

● বেকার শিক্ষিত যুব সমাজ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির জন্য।নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কবে হবে ? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে বেকার শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে।

● ‘‘মমতার থেকে বড় বন্ধু বিজেপির আর কেউ নেই।বিজেপি মমতাকে বাঁচিয়ে রাখবে।উপরে কুস্তি আর রাতে দোস্তি বিজেপির সঙ্গে।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি পনেরো বছর ক্ষমতায় না থাকতেন বিজেপি আরও পঞ্চাশ বছর ক্ষমতায় আসত না।বিজেপির যদি সত্যি কেউ চিফ ইলেকশন এজেন্ট

(এরপর চারের পাতায়)

নাবালিকা গর্ভধারণে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি, স্বামীদের শোকজের পর পকসোয় মামলা, হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

অরিজিৎ চক্রবর্তী - রাজ্যে নাবালিকা গর্ভধারণ ও বাল্যবিবাহ রুখতে বিজেপি সরকার কড়া অবস্থান নিচ্ছে।স্বাস্থ্য দফতরের তথ্যের ভিত্তিতে ১৮ বছরের কম বয়সি কিশোরীদের গর্ভধারণের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট স্বামীদের শোকজ নোটিস পাঠানোর পাশাপাশি প্রয়োজন হলে পকসো আইন ও ভারতীয় ন্যায় সংহিতার আওতায় ফৌজদারি মামলা দায়েরের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নবান্নে সম্প্রতি মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান,২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত মাত্র ছ'মাসে স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৬০ হাজার টিনএজ ডেলিভারির ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে সর্বাধিক মুর্শিদাবাদে - ১২,৮৪৭। এরপরেই রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পূর্ব বর্ধমান,মালদহ,পশ্চিম মেদিনীপুর,উত্তর দিনাজপুর,নদিয়া সহ একাধিক জেলা। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি,এই সমস্ত ঘটনাই সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে প্রসব হওয়ায় সরকারি নথিতে রয়েছে।তাই প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট পরিবারের কাছে এক মাসের মধ্যে বয়সের প্রমাণপত্র চাওয়া হবে। যদি দেখা যায় মায়ের বয়স ১৮ বছরের কম ছিল,তা হলে পকসো আইন এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হবে। শুধু স্বামী নন,বাল্যবিবাহে সহযোগিতা

করলে কাজি,পুরোহিত, অভিভাবক বা অন্য কোনও সহায়তাকারীর বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি ওই পরিবারগুলির কেন্দ্র ও রাজ্যের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধাও বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন,‘‘সচেতনতা বাড়ানোই যথেষ্ট নয়। আইন প্রয়োগ করতে হবে। যারা নাবালিকাকে বিয়ে করেছে,তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেই হবে।’’ যদিও সরকারের এই পদক্ষেপ নিয়ে আইনি ও সামাজিক মহলে নতুন বিতর্কের সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে,সব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দম্পতিকে অভিযুক্ত করা হবে,নাকি পরিস্থিতি ভেদে তদন্তের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে - তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

উন্নত নাগরিক পরিষেবা এবং পরিশ্রুত পানীয় জল সহ একাধিক দাবিতে দুর্গাপুর সিটি সেন্টারে সিপিএমের সমাবেশ। উপস্থিত ছিলেন মীনাক্ষী মুখার্জী,শতরুপ ঘোষ,গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

প্রকৃতির রোষে বিপর্যস্ত নেপালের মানুষের পাশে দাঁড়াতে সিপিআই(এমএল)লিবারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে চুঁচুড়া ঘড়ি মোড়ে সম্প্রতি ত্রাণ সংগ্রহে করলেন লিবারেশন কর্মীরা। সারা ভারত থেকে সংগৃহীত অর্থ নেপাল দূতাবাসের মাধ্যমে নেপালের দুর্গত জনগণের সাহায্যার্থে তুলে দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

ধনেখালিতে হোটেল-রেস্তোরাঁয় যৌথ পরিদর্শন,খাদ্য নিরাপত্তায় কড়া নজর প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন - সাধারণ মানুষের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার নিশ্চিত করতে ধনেখালি ব্লকে যৌথভাবে পরিদর্শন অভিযান চালাল পুলিশ প্রশাসন।ধনেখালির বিডিও’র নেতৃত্বে সম্প্রতি জয়েন্ট বিডিও,ফুড সেফটি অফিসার,খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের আধিকারি,পুলিশ আধিকারিক এবং ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের প্রতিনিধি ব্লকের বিভিন্ন হোটেল,রেস্তোরাঁ ও খাবারের স্টলে অভিযান চালান।অভিযানে বিভিন্ন খাবারের দোকান ও রেস্তোরাঁয় খাদ্য নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত নির্ধারিত নিয়ম মানা হচ্ছে কি না,তা খতিয়ে দেখা হয়।খাবার তৈরি ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা হচ্ছে কি না,সেই বিষয়েও নজর দেন আধিকারিকরা। পরিদর্শনের সময় খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন, খাদ্য ব্যবস্থাপনা,পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন এবং নির্ধারিত খাদ্য নিরাপত্তা বিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে একাধিক ত্রুটি নজরে আসে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে চিহ্নিত ত্রুটিগুলি দ্রুত সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া

হয়েছে।পাশাপাশি হোটেল ও রেস্তোরাঁর মালিক এবং কর্মীদের খাদ্যে ভেজাল রোধ, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়ে সচেতন করা হয়।খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে কোনও ধরনের গাফিলতি যাতে না হয়, সে বিষয়েও সতর্ক করা হয়েছে।প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে,ভেজালমুক্ত ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতেই এই ধরনের অভিযান চালানো হচ্ছে।খাদ্যে ভেজাল রোধ,স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখা এবং সাধারণ মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

মালদার ভুতনি থানা এলাকার বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিলেন মালদা জেলা পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকবৃন্দ।

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও অবৈধভাবে নার্সিং হোম চালু রাখার অভিযোগে ধনিয়াখালি মিশ্রতলার ডি.জি নার্সিং হোম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিল হুগলি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর।পরিকাঠামোগত ত্রুটি,বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবা সহ একাধিক অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার রাতে ধনিয়াখালি গ্রামীণ নার্সিং হোম অনির্দিষ্টকালের জন্য সিল করে দিল জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর।

ধনেখালি ব্লকের গুড়াপ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পলাশী পেট্রোল পাম্প থেকে হাজিগড় যাওয়ার রাস্তার বেহাল দশা। রাস্তায় বড় বড় গর্ত।ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন পথ চলতি মানুষজন।যেকোনও সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করুক প্রশাসন, চাইছেন এলাকার মানুষজন।

খবর সোজাসুজি

Volume-4 ● Issue- 07 ● 15 September, 2026

সামাজিকতা

বর্তমান ডিজিটাল যুগে আমরা বড়ই ব্যস্ত,লোক-লৌকিকতার সময় নেই। আধুনিকতার ছোঁয়ায় বর্তমান সমাজে হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের শিষ্টাচার আর সৌজন্যবোধ। হারিয়ে যাচ্ছে নীতি নৈতিকতা,মানবতা আর মনুষ্যত্ব। আমরা ভুলে যাচ্ছি ছোট-বড় পার্থক্য। বড়দের সম্মান দিতেও অনীহা। গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা,ভক্তি দিন দিন কমছে। শিষ্টাচার ও সৌজন্য বোধ এখন যেন কথার কথা। একটা সময় ছিল যখন রাস্তায় স্যারকে দেখতে পেলে সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাতো ছাত্র-ছাত্রীরা, জিজ্ঞাসা করতো স্যার কেমন আছেন ? এখন সেসব অতীত। এখন স্যারকে দেখতে পেলে কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করা তো দূরের কথা,না দেখার ভান করে অনেকেই চলে যায়। গুরুজনদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা,ভক্তি এখন আর সেভাবে দেখা যায় না। নীতি শিক্ষার বড় অভাব। আর এসবের জন্য দায়ী আমরাই। বড়দের দেখেই তো ছোটরা শেখে। কারণ একটা শিশু যে পরিবেশে মানুষ হয়, বেড়ে ওঠার সময় সে সমাজ ও পরিবারে যা দেখে তা-ই গ্রহণ করে। আমরা যদি আমাদের বড়দের সম্মান দেখাই তাহলে শিশুরাও আমাদের দেখে শিখবে। তাই কথা বার্তা বলার সময় আমাদের যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। আমাদের কথা বার্তা আচার আচরণ মার্জিত ও রুচি সম্মত হলে আমাদের সন্তানদেরও আচার আচরণ ও কথা বার্তা মার্জিত ও রুচিসম্মত হবে। সন্তানদের দিতে হবে 'মানুষ' হওয়ার পাঠ। তাহলেই দেখবেন,বাবা মা এবং গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি বাড়বে। তাহলে বৃদ্ধাশ্রমের আর দরকার হবে না। পরীক্ষা হলে গিয়ে কেউ আর ফ্যান,লাইট কিংবা দরজা জানালা ভাঙবে না। পরীক্ষা শেষের আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে বই ছিঁড়ে রাস্তায় ওড়াবে না। ছোটরা বড়দের গায়ে হাত দেবে না। সম্পত্তির লোভে অসহায় বৃদ্ধ মা বাবাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে না। এখন স্কুল-কলেজে শিক্ষক-শিক্ষিকা ক্লাসে প্রবেশ করলে উঠে দাঁড়ায় ছাত্র ছাত্রীরা। এটা যেন একটা নিয়মে পরিণত হয়েছে। সম্মান,শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে কতজন উঠে দাঁড়ায় সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ এ ধরনের শিক্ষা তারা এখন আর পায় বলে মনে হয় না। পরিবার,সমাজ,স্কুল কলেজ থেকেই শুরু করতে হবে এই নীতি শিক্ষার পাঠ। আপনার সন্তানকে ডাক্তার,ইঞ্জিনিয়ার বানাবার আগে 'মানুষ'হবার শিক্ষা দিন। প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে সবাই এখন দৌড়াচ্ছে। নৈতিক শিক্ষার বড় অভাব। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ডাক্তার উকিল ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। মানুষ হওয়ার দলে ভিড় কম। স্কুলের মধ্যে শিক্ষককে ধরে পেটাচ্ছে ছাত্ররা,ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক আজ কোন্ জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে তাহলে ভাবুন। ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকের সম্পর্ক কতটা আলগা হলে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে সেটাও ভাবার বিষয়। ডিম থেরাপির নামে যে অপসংস্কৃতি শুরু হয়েছে আজ তার আঁচ স্কুলে এসে পড়েছে। স্কুলের মধ্যেই আক্রান্ত মানুষ তৈরির কারিগর।আজ যারা স্কুলের মধ্যে শিক্ষাগুরুর রক্ত ঝরাচ্ছে কাল তারা বাড়িতে বাবা মায়ের রক্ত ঝরাতেও দ্বিধা করবে না। তাই সময় থাকতে সাবধান হোন। ডাক্তার উকিল ইঞ্জিনিয়ার বানানোর আগে সন্তানকে মানুষ তৈরির শিক্ষা দিন। ছোট থেকেই শিশু মনে জাগ্রত করুন মানবিক মূল্যবোধের ধারণা। তাহলেই গঠিত হবে একটা সুন্দর সুস্থ সমাজ। সর্বদাই মনে রাখবেন,আপনি যদি আপনার বড়দের সম্মান না দেন,তাহলে আপনাকেও আপনার ছোটরা সম্মান দেবে না। সম্মান পেতে গেলে আগে সম্মান দিতে হবে। নম্রতা, ভদ্রতা বজায় রেখে সকলের সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলুন। তাহলেই দেখবেন অন্যজনও আপনার সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলবে, শত্রুও মিত্র হয়ে যাবে। আমাদের আচার আচরণই ঠিক করে দেবে ছোটদের আচার আচরণ। আমাদের দেখেই ছোটরা শিখবে। আমরা যদি বড়দের সম্মান এবং ছোটদের স্নেহ,ভালোবাসা দিতে পারি তাহলে ছোটরাও আমাদের সম্মান দেবে। গড়ে উঠবে একটা সুস্থ সুন্দর সমাজ।

চার্লি চ্যাপলিন : হাসির আড়ালে এক ভবঘুরে দার্শনিক

বটু কৃষ্ণ হালদার

বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এমন কিছু মানুষ আছেন,যাঁদের কীর্তি কোনও একটি সময়,দেশ বা ভাষার গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়।চার্লি চ্যাপলিন তাঁদেরই একজন।তিনি শুধু একজন অভিনেতা ছিলেন না,ছিলেন অভিনেতা,পরিচালক, চিত্রনাট্যকার,সুরকার এবং সর্বোপরি মানুষের জীবনকে গভীরভাবে অনুভব করতে পারা এক অসাধারণ শিল্পী।তাঁর হাসির মধ্যে ছিল কান্না, তাঁর কৌতুকের মধ্যে ছিল সমাজের কঠিন বাস্তবতা, আর তাঁর ভবঘুরে চরিত্রের মধ্যে লুকিয়ে ছিল মানবিক মর্যাদার এক গভীর দর্শন।একটি বহুল প্রচলিত গল্পে বলা হয়, আলবার্ট আইনস্টাইন একবার চ্যাপলিনকে বলেছিলেন, তাঁর শিল্পের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তার সর্বজনীনতা - কোনও সংলাপ ছাড়াই সারা পৃথিবীর মানুষ তাঁকে বুঝতে পারে। চ্যাপলিন নাকি উত্তরে বলেছিলেন, আইনস্টাইনের খ্যাতি আরও বড়; কারণ পৃথিবীর মানুষ তাঁকে প্রশংসা করে, অথচ তাঁকে বোঝে না। কথোপকথনটি সত্যিই ঘটেছিল কি না, তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এই গল্পটি চ্যাপলিনের বুদ্ধিদীপ্ত রসবোধের একটি চমৎকার প্রতিচ্ছবি।চ্যাপলিনের জীবন কিন্তু তাঁর চলচ্চিত্রের মতো মসৃণ ছিল না।লন্ডনের দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়া এই মানুষটির শৈশব কেটেছে অভাব, অনিশ্চয়তা এবং কঠোর বাস্তবতার মধ্যে।অল্প বয়সেই তাঁকে উপার্জনের জন্য মঞ্চে নামতে হয়।মাত্র ১৪ বছর বয়সে তাঁর মা মানসিক অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হন। জীবনের শুরুতেই তিনি চিনেছিলেন ক্ষুধা, দারিদ্র্য,অপমান এবং অনিশ্চয়তাকে।

সম্ভবত সেই কারণেই পরবর্তীকালে তাঁর সৃষ্টিশীলতার কেন্দ্রে বারবার ফিরে এসেছে সাধারণ মানুষ।তাঁর অমর চরিত্র 'দ্য ট্র্যাম্প',মাথায় বোলার হ্যাট, পরনে ঢোলা প্যান্ট,হাতে ছড়ি, মুখে চিরচেনা গোঁফ - ছিল একই সঙ্গে হাস্যকর ও মর্মস্পর্শী।সে সমাজের প্রান্তিক মানুষ, কিন্তু তার আত্মমর্যাদা অটুট।সে দরিদ্র, কিন্তু পরাজিত নয়।সে ক্ষুধার্ত,কিন্তু মানুষের প্রতি তার মমতা অটুট।

আমেরিকায় গিয়ে চ্যাপলিনের প্রতিভা পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগে তিনি একের পর এক অসাধারণ ছবি তৈরি করেন।শুধু অভিনয় নয়, ছবির চিত্রনাট্য লেখা,পরিচালনা, প্রযোজনা এবং সৃষ্টিশীল নিয়ন্ত্রণ,সব ক্ষেত্রেই তিনি নিজের দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন।নিজের চলচ্চিত্রের ওপর এই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে দিয়েছিল।তাঁর জনপ্রিয়তা তাঁকে বিপুল অর্থ ও স্বাধীনতা দিয়েছিল,আর সেই স্বাধীনতাকে তিনি ব্যবহার করেছিলেন নিজের মতো করে চলচ্চিত্র নির্মাণে।কিন্তু খ্যাতির সঙ্গে এসেছিল বিতর্কও।চ্যাপলিনের রাজনৈতিক ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে আমেরিকার তৎকালীন রক্ষণশীল রাজনৈতিক পরিবেশের একাংশের বিরাগভাজন করে তোলে।বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকায় কমিউনিজম-বিরোধী প্রবল পরিবেশের সময় তাঁর ওপর সন্দেহের দৃষ্টি পড়ে।তাঁকে 'কমিউনিস্ট' বলে অভিযুক্ত করা হলেও তিনি নিজে সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন।১৯৫২ সালে ইউরোপ সফরে যাওয়ার সময় চ্যাপলিন জানতে পারেন, তাঁর আমেরিকায় পুনঃপ্রবেশের অনুমতি নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে।এরপর তিনি আর আমেরিকায় ফিরে বসবাস করেননি।স্ত্রী উনা ও সন্তানদের নিয়ে তিনি সুইজারল্যান্ডে বসতি স্থাপন করেন।জেনেভা হ্রদের তীরে তাঁর দীর্ঘদিনের সেই বাড়িই হয়ে ওঠে তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ের ঠিকানা।সুইজারল্যান্ডে তাঁর জীবন ছিল অনেক বেশি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক।সন্তানদের স্মৃতিতে তিনি ছিলেন একদিকে কঠোর নিয়মানুবর্তী বাবা, অন্যদিকে অসাধারণ রসিক মানুষ।বাড়িতে খাওয়ার সময় নিয়ম মানতে হতো।পড়াশোনা ও আদবকায়দার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব

দিতেন।সন্তানদের তিনি বোঝাতেন,জীবনে যে কাজই করো,তা যেন ভালোভাবে করো।

চ্যাপলিনের এই দৃষ্টিভঙ্গির শিকড় ছিল তাঁর নিজের শৈশবের অভিজ্ঞতায়।দারিদ্র্য তাঁকে শিখিয়েছিল জীবনের কঠিন সত্য। তাই নিজের সন্তানদের তিনি আরাম-আয়েশের মধ্যে বড় করলেও তাঁদের যেন সাধারণ মানুষের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যেতে হয়,সে বিষয়ে সতর্ক ছিলেন।এই মানবিক দর্শনের সবচেয়ে সুন্দর প্রকাশ পাওয়া যায় তাঁর মেয়ে জেরালডিনকে লেখা একটি বিখ্যাত চিঠিতে। সেখানে তিনি মেয়েকে শুধু অভিনয় ও সৌন্দর্যের কথা বলেননি;বলেছেন মানুষের কথা ভাবতে। তিনি সতর্ক করেছিলেন, দর্শকের প্রশংসা যেন তাকে বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন না করে।

চ্যাপলিন যেন মেয়েকে বলতে চেয়েছিলেন - মঞ্চে তুমি রাজকন্যা হতে পারো, কিন্তু মঞ্চের বাইরে তুমি আর পাঁচজন মানুষের মতোই একজন মানুষ।শিল্পী হিসেবে যত ওপরে উঠবে, তত বেশি মনে রাখতে হবে মাটির মানুষদের কথা।রাস্তায় যারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন কাটায়, শীতে কাঁপে, জীবিকার জন্য লড়াই করে - তাদের জীবনকে ভুলে গেলে শিল্পও অসম্পূর্ণ হয়ে যায়।তিনি মেয়েকে আরও বোঝাতে চেয়েছিলেন, মানুষের প্রতি সহানুভূতি কোনও দয়া নয়;এটি মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ব।ট্যাক্সিচালকের সঙ্গে কথা বলতে, তাঁর পরিবার কেমন আছে জানতে, প্রয়োজনে তাকে সাহায্য করতে - এমন ছোট ছোট উদাহরণের মধ্য দিয়ে চ্যাপলিন আসলে শেখাতে চেয়েছিলেন,মানুষের মর্যাদাকে সম্মান করাই প্রকৃত সভ্যতা।

চিঠিতে অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তিনি যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা আজও প্রাসঙ্গিক। নিজের জন্য যতটা খরচ করবে, তার পাশাপাশি এমন মানুষের কথাও ভাববে,যার প্রয়োজন তোমার চেয়ে বেশি। অর্থাৎ সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ববোধ না থাকলে সেই সাফল্যের মূল্য খুব বেশি নয়।

চ্যাপলিন সন্তানদের অন্ধ আনুগত্যও চাননি। তিনি চেয়েছিলেন তাঁরা তাঁর সঙ্গে তর্ক করুক, তাঁর মতামতকে যুক্তি দিয়ে প্রশ্ন করুক, নিজেদের স্বাধীন চিন্তা গড়ে তুলুক।এই শিক্ষার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল তাঁর গণতান্ত্রিক ও মানবিক মানসিকতা।চ্যাপলিনের জীবন তাই কেবল চলচ্চিত্রের ইতিহাস নয়; এটি একজন শিল্পীর আত্মসংগ্রামের ইতিহাস। যে মানুষটি ছোটবেলায় ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দেখেছিলেন,তিনিই পরবর্তীকালে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে হাসিয়েছেন। কিন্তু তাঁর হাসি কখনও নিছক বিনোদন ছিল না।সেই হাসির আড়ালে তিনি দেখিয়েছেন সমাজের বৈষম্য, মানুষের অসহায়ত্ব,ক্ষমতার নিষ্ঠুরতা এবং বেঁচে থাকার সংগ্রাম।১৯৭২ সালে, দীর্ঘ দুই দশক পর চ্যাপলিন আবার আমেরিকার মাটিতে পা রাখেন। তখন তাঁর বয়স ৮৩। চলচ্চিত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে সম্মানসূচক অস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় ধরে দর্শকদের করতালি তাঁর প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল। কিন্তু শরীর তখন আর সঙ্গ দিচ্ছিল না। জীবনের শেষ কয়েক বছর তিনি সুইজারল্যান্ডেই কাটান। ১৯৭৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর, বড়দিনের সকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। চ্যাপলিন চলে গেছেন বহু বছর আগে। কিন্তু তাঁর 'দ্য ট্র্যাম্প' আজও পৃথিবীর মানুষের স্মৃতিতে জীবন্ত। কারণ সেই ভবঘুরে চরিত্রটি আসলে কোনও একজন মানুষের গল্প নয় - এটি পৃথিবীর অসংখ্য প্রান্তিক মানুষের প্রতীক।সত্যজিৎ রায় চ্যাপলিনের শিল্পীসত্তার অসাধারণত্বের কথা বহুবার উল্লেখ করেছেন। চলচ্চিত্রের বিভিন্ন সৃজনশীল ভূমিকাকে একত্রে ধারণ করার যে বিরল ক্ষমতা চ্যাপলিনের ছিল, তা তাঁকে বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। চ্যাপলিনের শারীরিক উচ্চতা হয়তো খুব বেশি ছিল না, কিন্তু শিল্পী হিসেবে তাঁর উচ্চতা ছিল আকাশছোঁয়া। তাঁর হাতে থাকা ছড়ি, মাথার বোলার হ্যাট,মুখের ছোট গোঁফ এবং সেই বিশেষ হাঁটার ভঙ্গি আজও চলচ্চিত্রের এক বিশ্বজনীন ভাষা। চার্লি চ্যাপলিন আমাদের শিখিয়েছেন - হাসি কখনও কখনও প্রতিবাদের ভাষা হতে পারে। কৌতুক কখনও সমাজের আয়না হয়ে উঠতে পারে।আর একজন ভবঘুরেও মানুষের আত্মমর্যাদা, ভালোবাসা ও স্বাধীনতার কথা বলতে পারেন।তাই চ্যাপলিনকে শুধু 'বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা' বললে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়। তিনি ছিলেন এক শিল্পী,যিনি মানুষের চোখে জল এনে হাসিয়েছেন; দারিদ্র্যের ভিতর থেকেও মানবিকতার সৌন্দর্য দেখিয়েছেন;আর চলচ্চিত্রকে বিনোদনের সীমা ছাড়িয়ে মানুষের জীবনের গভীরতম অনুভূতির ভাষায় পরিণত করেছেন। চার্লি চ্যাপলিন তাই শুধু একটি নাম নন - তিনি এক অনন্ত শিল্পভাষা। যে ভাষা সংলাপ ছাড়াই পৃথিবীর মানুষ বুঝতে পারে।

কাঁদছে নেপাল

সিদ্ধেশ্বর দত্ত

প্রলয় নাচে রুদ্র বেশে
অহঙ্কারী প্রবল রেগে
ঘুমন্ত কোন্ দৈত্য যেনো
পাহাড় ভেদি' উঠলো জেগে!
প্রাণঘাতী এক হড়পা বানে
স্তব্ধ হলো জীবন গতি,
সর্বনাশা দৈত্য হানে
ধ্বংসলীলার আঘাত অতি!
কী ভয়ানক ভয়াল রূপ
এর আগে তা দেখেনি দেশ
মহোল্লাসের সুখের ছবি
এক লহমায় সব কিছু শেষ!
ভাঙলো পাহাড় কাঁপলো মাটি
মৃত্যুরূপী জলস্রোতে-
কাঁদছে নেপাল আর্তনাদে,
স্বপ্ন আশা ভাসলো ওতে!
হারিয়ে যাওয়া আপনজনের
পরম প্রিয় মুখ যে ভাসে
বিয়োগ ব্যথার বিরহ সুর,
পাঁজর ভেঙে কান্না আসে!
সবহারাদের থাকতে পাশে
আবার উঠে দাঁড়াও তুমি
ভালোলাগার ভালোবাসার
হৃদয় আবেগ নেপাল ভূমি।

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরির অভিযোগ সাঁকরাইলে, নোটিশ ধরাল প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা - জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে সাঁকরাইল থানার বিভিন্ন বাজার এলাকায় যৌথ খাদ্য নিরাপত্তা অভিযান চালাল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ ও জেলা খাদ্য সুরক্ষা দফতর। গত রবিবার কেশিয়াপাতা, কুলটিকরি, রোহিণী এবং গড়ধারা বাজারে একাধিক মিষ্টির দোকান, হোটেল ও রেস্তোরাঁয় অভিযান চালিয়ে খাবারের গুণমান,প্রস্তুত ও সংরক্ষণের পদ্ধতি এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যবিধি খতিয়ে দেখা হয়।পরিদর্শনের সময় একটি মিষ্টির দোকান এবং একটি হোটেল-রেস্তোরাঁয় অনিরাপদ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার প্রস্তুত ও সংরক্ষণের অভিযোগ সামনে আসে।এরপর সংশ্লিষ্ট দুই প্রতিষ্ঠানের মালিককে নোটিস জারি করা হয়।প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে,সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা নিশ্চিত করতে আগামী দিনেও এই ধরনের যৌথ অভিযান অব্যাহত থাকবে।খাবারে ভেজাল,অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুত এবং সংরক্ষণের মতো বিষয়গুলির বিরুদ্ধে নজরদারি আরও জোরদার করা হবে।

বিশ্বের প্রায় অর্ধেক কৃষকই কীটনাশকের বিষক্রিয়ার শিকার হন

বিশ্ব রঞ্জন গোস্বামী

সম্প্রতি 'ফ্রন্টিয়ার্স ইন পাবলিক হেলথ' জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় প্রতি বছর আনুমানিক ১১ হাজার মানুষের মৃত্যু হয় এবং এর মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ মৃত্যুই ঘটে ভারতে।প্রতি বছর 'পেস্টিসাইড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক'-এর উদ্যোগে একটি গবেষণা পরিচালিত হয়।এই গবেষণায় ২০০৬ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দেখা গেছে যে, প্রতি বছর কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে অনিচ্ছাকৃতভাবে তীব্র কীটনাশক বিষক্রিয়ার ঘটনা ঘটে।তাতে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৪০ কোটি ২০ লাখ থেকে ৪৩ কোটি ৩০ লাখ।বিশ্বজুড়ে ৯৩ কোটি ৪০ লাখ কৃষকের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে হিসাব করলে দেখা যায়, প্রতি বছর প্রায় ৪৬ শতাংশ কৃষক বিষক্রিয়ার শিকার হচ্ছেন। বিষক্রিয়ার ঘটনার সবচেয়ে বেশি আক্রান্তের সংখ্যাটি পাওয়া গেছে দক্ষিণ এশিয়ায়। এরপরই রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকা।কোনো একটি দেশে বিষক্রিয়ার ঘটনার হার সামগ্রিকভাবে সবচেয়ে বেশি ছিল পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোতে।সেখানে প্রায় ৮৪ শতাংশ কৃষক ও কৃষি শ্রমিক বিষক্রিয়ার শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। 'পেস্টিসাইড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক ইন্ডিয়া'-র নির্বাহী পরিচালক জয়কুমার চেলাটন বলেছেন, এই গবেষণা এমন এক সংকটকে সামনে নিয়ে এসেছে যা আর উপেক্ষা করা যায় না।

বিজ্ঞানীরা অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছেন।এর মধ্যে রয়েছে অত্যন্ত বিপদজ্জনক কীটনাশক পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার বিষয়ে জাতিসংঘের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা। গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কীটনাশকের ঝুঁকি সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা তৈরির প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এর ব্যবহার ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ২০২৩ সালে ৩৮ লাখ টন কীটনাশক ব্যবহৃত হয়েছে, যা ১৯৯০ সালের তুলনায় দ্বিগুণ। 'পেস্টিসাইড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক ইউকে'-র আন্তর্জাতিক কর্মসূচির প্রধান ড. শিলা উইলিস বলেন: এখন যেহেতু এই ভোগান্তির অবস্থা সামনে এসেছে, তাই কৃষক ও তাঁদের পরিবারের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ বিকল্প ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে তাঁদের সহায়তা করা জরুরি।ক্ষ্ম এই গবেষণায় কৃষিকাজে নিয়োজিত আনুমানিক ৮ কোটি ৪০ লাখ শিশুর ওপর কীটনাশকের প্রভাব বা দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যগত প্রভাবের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি। গবেষণায় 'তীব্র কীটনাশক বিষক্রিয়া' বলতে কীটনাশকের সংস্পর্শে আসার অল্প সময়ের মধ্যে যেকোনো অসুস্থতা বা স্বাস্থ্যগত সমস্যাকে বলা হয়। 'হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট অ্যালায়েন্স'-এর নির্বাহী পরিচালক জেনেন জেনসেন বলেছেন: তকীটনাশকজনিত বিষক্রিয়ার ফলে স্বাস্থ্যের ওপর যে মারাত্মক প্রভাব পড়ে - তা নিয়ে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। এর মধ্যে রয়েছে এই গবেষণায় উল্লিখিত তাৎক্ষণিক বা তীব্র প্রভাব এবং সেই সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সংস্পর্শের ফলে খামারের শ্রমিক ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর যে প্রভাব পড়ে, তাও।দ

'পারকিনসন্স ইউরোপ'-এর মহাপরিচালক হেলেন নিকোরা বলেছেন, পারকিনসন্স যে পরিবেশগত কারণে সৃষ্ট একটি রোগ, তার সপক্ষে তঅকাট্য প্রমাণদ রয়েছে; বিশেষ করে কীটনাশকের সংস্পর্শের সঙ্গে পারকিনসন্স রোগের যোগসূত্র নিয়ে প্রমাণ ক্রমশ বাড়ছে।পারকিনসন্স একটি মারাত্বক দীর্ঘস্থায়ী রোগ যাতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার ফলে মানুষের নড়াচড়া ও শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা ব্যাহত হয়। বিশ্বজুড়ে এই রোগের প্রকোপ বাড়ছে। ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইতালি - এই দেশগুলো কৃষকদের ক্ষেত্রে এটিকে পেশাগত রোগ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।এখন পর্যন্ত হওয়া গবেষণগুলোর মধ্যে বিভিন্ন জোরালো বা নির্ভরযোগ্য সূত্র পাওয়া সত্ত্বেও, কীটনাশকজনিত বিষক্রিয়া বিষয়ক তথ্য অপর্যাপ্ত। তাই গবেষকরা একটি বিশেষ নজরদারি ও প্রোটোকল চালুর আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে কীটনাশকজনিত বিষক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্যগুলো নির্ভরযোগ্য ও তুলনামূলক বিশ্লেষণের উপযোগী হয়ে ওঠে।

আন্তঃরাজ্য সাইবার প্রতারণা চক্রের পর্দাফাঁস করল ঝাড়গ্রামে জেলা পুলিশ,গ্রেফতার ৫

নিজস্ব সংবাদদাতা - আন্তঃরাজ্য সাইবার প্রতারণা চক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ।সাইবার প্রতারণার একটি অভিযোগের তদন্তে নেমে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে

অভিযান চালিয়ে ৫ জনকে গ্রেফতার করল ঝাড়গ্রাম সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,ধৃতরা বিভিন্ন সাইবার প্রতারণা থেকে পাওয়া অর্থ লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত 'মিউল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট' পরিচালনা ও ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে।ঋণ, লটারি,কেওয়াইসি, চাকরির প্রলোভন সহ বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার টাকা ওই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ঘোরানো হত বলে পুলিশের অনুমান।ধৃতরা হলেন ঝাড়গ্রাম জেলার পঙ্কজ মাহাত,প্রবীর মাহাত,পাপন মাহাত ও সন্তু মাহাত এবং মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুরের বাসিন্দা সাহিল মিশ্রম। অভিযানে পুলিশের হাতে উদ্ধার হয়েছে ৮টি মোবাইল ফোন,৯টি এটিএম কার্ড,৬টি পাসবুক এবং বিভিন্ন ব্যক্তির একাধিক প্যান ও আধার কার্ড।উদ্ধার হওয়া নথি ও ব্যাঙ্কিং সামগ্রী মিউল অ্যাকাউন্টের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে বলে পুলিশের সন্দেহ।

ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চক্রের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সদস্যদের সন্ধান এবং প্রতারণার অর্থের লেনদেনের পথ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।একইসঙ্গে আন্তঃরাজ্য সাইবার প্রতারণা চক্রের বিস্তৃত নেটওয়ার্কেরও সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ।সংগঠিত সাইবার অপরাধ দমনে গোয়েন্দা-তথ্যনির্ভর অভিযান ও আর্থিক লেনদেনের চ্যানেল চিহ্নিত করার কাজ আরও জোরদার করা হয়েছে বলে জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

বালিডাঙাতে হয় না দুর্গাপুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন - হুগলি জেলার ধনেখালি ব্লকের গুড়াপ থানার অন্তর্গত বালিডাঙা গ্রামে আজও হয় না

দুর্গাপুজো। গ্রামের মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে নেই কোনও তাপ উত্তাপ। বালিডাঙার ঘোষাল বাড়িতে প্রায় ৩০০ বছর ধরে বিরাজমান স্বয়ং মা রাঢ়েশ্বরী, সঙ্গে আছেন কার্ত্তিক,গণেশ,লক্ষী, সরস্বতী এবং কালী। কথিত আছে, পীর পুকুরে দুগ্গা শাঁখারির কাছে শাঁখা পরে মা স্বয়ং এসেছিলেন বালিডাঙার ঘোষাল বাড়িতে। শুধু দুর্গাপুজো নয়, এই গ্রামে আলাদা করে কালীপুজোও হয় না। এইসব পুজোর সময় প্রথা বা সূচি মেনে রাঢ়েশ্বরী মায়ের মন্দিরে দুর্গা এবং কালীর পুজো হয়,তবে ঘট বসিয়ে পুজো হয়।এই মন্দিরের জন্য ১২৭৬ সালে বর্ধমানের মহারাজ তিলকচাঁদ বাহাদুর ২৫০ বিঘা জমি দান করেছিলেন। এখন সে সব সম্পত্তি এদিক ওদিক হয়ে গেছে বলে মন্দিরের সেবাইত সূত্রে জানা গেছে।গুড়াপের পলাশীতেও দুর্গাপুজো হয় না।পলাশীতে অধিষ্ঠান করছেন মা পতিদুর্গা।গ্রামে অধিষ্ঠিত মা পতিদুর্গার পুজো দিয়েই আনন্দে মাতেন সবাই।

অগ্নিকান্ড প্রতিরোধে সমন্বয় বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা - অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুতি জোরদার করতে সিঙ্গুর পুলিশ লাইন্সের কনফারেন্স হলে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক সমন্বয় সভা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন হুগলি গ্রামীণ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ড.কুনওয়ার ভূষণ সিং সহ জেলা পুলিশের অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীরা। কর্মসূচিতে জেলার ৫৪টি হোটেল এবং ২৭টি নার্সিংহোমের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।জেলা পুলিশ,দমকল ও জরুরি পরিষেবা বিভাগের আধিকারিক এবং সিঙ্গুরের বিএমওএইচ-এর পক্ষ থেকে অগ্নি নিরাপত্তা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের বিস্তারিতভাবে সচেতন করা হয়।অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ এবং নিরাপত্তা বিধি মেনে চলার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।হোটেল ও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে নির্ধারিত অগ্নি নিরাপত্তা বিধি কঠোরভাবে মেনে চলার পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ডের মতো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় পর্যাপ্ত প্রস্তুতি রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়।প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়,অগ্নিকাণ্ডের পর পরিস্থিতি মোকাবিলার চেয়ে আগাম সতর্কতা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।সঠিক প্রস্তুতি ও সচেতনতা থাকলে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানি এবং সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই কমানো সম্ভব।

সাংবাদিকদের মাসিক পেনশন বৃদ্ধি
শব্দ প্রয়োগে সতর্ক হন : শুভেন্দু

অরিজিত চক্রবর্তী - শব্দ প্রয়োগে কঠোরতা গ্রহণে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

অধিকারী সাংবাদিকদের অনুরোধ জানিয়েছেন।তাঁর আর্জি এমন কিছু ভাষা বা শব্দ ব্যবহার করবেন না যা মানুষের ধর্মীয় আস্থায় আঘাত সৃষ্টি করে।রাষ্ট্রের প্রশ্নে ও দেশপ্রেমের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী গণমাধ্যমকে কঠোর নীতি নিতে বলেন।তাঁর মতে,রাষ্ট্রপ্রথম।দেশ দুর্বল হয়,অস্থিরতা তৈরি হয় এমন কাজ করবেন না।মুখ্যমন্ত্রী বলেন,সরকারের সমালোচনা করুন তাতে কোনো সমস্যা নেই। সরকার কোনো প্রতিহিংসা নেবে না।কিন্তু দেশপ্রেম ও ধর্মীয় আস্থায় আঘাত করে এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করবেন না।শুভেন্দু বাবু সম্প্রতি নবান্ন সভাঘরে অবসর প্রাপ্ত সাংবাদিকদের মাসিক পেনশন বৃদ্ধি ও তাদের মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনার আওতায় আনা সম্পর্কীয় এক অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রসঙ্গে এই কথাগুলি বলেন।একটি বাংলা দৈনিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পর শিরোনাম নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্য জনসভায় আপত্তি তোলেন।রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা মনে করেন তাঁর দিকেই ইঙ্গিত করে তিনি সাংবাদিকদের কাছে ওই আর্জি রাখেন।মুখ্যমন্ত্রীর অসন্তোষের পর ওই দৈনিকের বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে।গেরুয়ার সম্মান রক্ষায় মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে কলকাতায় পদযাত্রাও করেছেন।

নবান্ন সভাঘরের অনুষ্ঠানে শুভেন্দুবাবু আরও বলেন , সাংবাদিকদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনতে এই উদ্যোগ।বর্তমান সময়ে আগের সরকারের পেনশনের অর্থে সাংবাদিকদের চালানো মুশকিল। তাই পেনশনের অর্থ দ্বিগুণ করে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা করা হল। তিনি বলেন,আগের সরকারের আমলে ১৫৪ জন সাংবাদিক এই পেনশন পেতেন। পর্যাপ্ত স্বচ্ছতা বজায় রেখে সর্বাধিক সংখ্যক যোগ্য সাংবাদিককে নতুন পেনশন প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। মুখ্যমন্ত্রী এই সঙ্গে আসন্ন পুজোর মরশুমে কলকাতা ও জেলার সাংবাদিকদের বর্ধিত হারে উৎসব ভাতা দেবার কথাও ঘোষণা করেন। এবার পুজোয় কলকাতা ও জেলার সাংবাদিকেরা এক হারে এককালীন তিন হাজার টাকা উৎসব ভাতা পাবেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী কয়েকজন প্রবীণ সাংবাদিকের হতে বর্ধিত পেনশনের চেক ও বেশ কিছু সাংবাদিকের হতে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনার কার্ড তুলে দেন। আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় যাঁরা আসবেন না তারাই কেবল এই স্বাস্থ্য বীমার কার্ড পাবেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন,সমাজে তিন শ্রেনীর মানুষের অবসর হয় না। প্রথম হল রাজনীতিবিদ, দ্বিতীয় ডাক্তার এবং তৃতীয় হল সাংবাদিক। যতদিন বেঁচে থাকেন তাঁরা কাজ করে যান। সাংবাদিকদের জন্য বর্ধিত পেনশন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য বীমা চালুর উদ্যোগকে তিনি স্বাগত জানান।

ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে ভাস্তাড়া বাজারে যৌথ অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন - সাধারণ মানুষের স্বার্থে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে ধনেখালি ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে ভাস্তাড়া বাজারে

সম্প্রতি বিশেষ নজরদারি ও পরিদর্শন অভিযান চালানো হয়।মজুতদারি, অতিরিক্ত দামে পণ্য বিক্রি এবং বাজারে অন্যান্য অনিয়ম রুখতেই এই অভিযান বলে ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।আজকের এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি ডি এন্ড টি প্রিয়ব্রত বক্সী,ধনেখালির জয়েন্ট বিডিও স্বপন হালদার,গুড়াপ থানার ওসি পাপিয়া বিশ্বাস সহ অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ।অভিযানের সময় দোকানগুলিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য,মজুতের পরিমাণ এবং বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রি করার জন্য নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি সরকারি নিয়ম ও নির্দেশিকা মেনে চলার বিষয়ে সচেতন করা হয়।বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে অতিরিক্ত মুনাফা করা বা ভোক্তাদের সঙ্গে কোনও ধরনের অনিয়ম যাতে না হয়,সে বিষয়েও নজরদারি চালানো হয়।ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে,সাধারণ মানুষের স্বার্থে এই ধরনের বাজার নজরদারি অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, মজুতদারি কিংবা অন্য কোনও বাজার অনিয়মের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

হারিয়ে যাওয়া ৬০ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল ধনেখালি থানার পুলিশ।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দাবিতে খন্ডঘোষে সিপিএমের বিক্ষোভ মিছিল ও থানায় ডেপুটেশন।

সাবেক সিআরপিএফ ক্যাম্পে তারাফেনি সেবা কেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা - একসময় মাওবাদী দমনে নিরাপত্তা অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছিল যে তারাফেনি সিআরপিএফ ক্যাম্প,এবার সেই ক্যাম্পই হয়ে উঠছে সাধারণ মানুষের সেবার কেন্দ্র। সম্প্রতি

সাবেক তারাফেনি সিআরপিএফ ক্যাম্পে 'তারাফেনি সেবা কেন্দ্র'-এর উদ্বোধন করা হয়।কেন্দ্রটির অধীনে 'দিশা কোচিং সেন্টার'-এর উদ্বোধন করেন ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার মানব সিংলা।উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফয়সাল রাজা,বেলপাহাড়ির এসডিপিও এবং বেলপাহাড়ি থানার আইসি সহ পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়।প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া এলাকার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করাই এই কোচিং সেন্টারের অন্যতম লক্ষ্য।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, ছত্তিশগড়ের আদলে প্রাক্তন নিরাপত্তা ক্যাম্পগুলিকে ধীরে ধীরে 'সেবা কেন্দ্র'-এ রূপান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।সেই পরিকল্পনারই অংশ হিসেবে তারাফেনিতে এই সেবা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।পরবর্তী পর্যায়ে 'তারাফেনি সেবা কেন্দ্র' থেকে শিক্ষা সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়ন, আইসিডিএস, ব্যাঙ্কিং পরিষেবা, আধার সংক্রান্ত পরিষেবা এবং বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা সাধারণ মানুষের বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই উদ্যোগ নিরাপত্তাকেন্দ্রিক পুলিশিং থেকে জনসেবামুখী ও আস্থাভিত্তিক পুলিশিংয়ের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সহজে সরকারি পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ তৈরি করে স্থানীয় মানুষের ক্ষমতায়নের পাশাপাশি পুলিশ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

কল্যাণীতে সিপিএমের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বর্ধিত অধিবেশন উপলক্ষ্যে প্রকাশ্য সমাবেশে জনতার জোয়ার।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

কালিয়াগঞ্জে যৌথ বাজার অভিযান, মূল্যবৃদ্ধি ও মজুতদারির বিরুদ্ধে কড়া নজরদারি

নিজস্ব সংবাদদাতা - নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাজারদর নিয়ন্ত্রণ,বেআইনি মজুতদারি রোধ এবং কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির প্রবণতা চিহ্নিত করতে সম্প্রতি কালিয়াগঞ্জ পুরসভা এলাকায় যৌথভাবে বাজার সমীক্ষা ও পরিদর্শন অভিযান চালাল প্রশাসন।উত্তর দিনাজপুরের জেলাশাসক,রায়গঞ্জের মহকুমাশাসক,ইটাহারের এসডিপিও, ইটাহারের বিডিও, কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি,আরসিএম-এর সচিব, ইবি ও রায়গঞ্জ ডিইবি টিম,খাদ্য সুরক্ষা এবং খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের আধিকারিক,কালিয়াগঞ্জ পুরসভার ইও এবং স্থানীয় কাউন্সিলরদের নিয়ে গঠিত যৌথ দল এই অভিযান চালায়।এদিন মাছ, ফল, সবজি সহ বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখেন আধিকারিকরা।বাজারে পণ্যের বর্তমান দাম,ব্যবসায়ীদের বৈধ ট্রেড লাইসেন্স ও প্রয়োজনীয় শংসাপত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হয়।পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের ব্যবহৃত ওজন মাপার

যন্ত্র সঠিকভাবে ক্যালিব্রেট করা রয়েছে কি না,সেটিও পরীক্ষা করা হয়।প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে,বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাতে এই ধরনের সমীক্ষা ও পরিদর্শন নিয়মিতভাবে চলবে।কোনও ব্যবসায়ী বেআইনিভাবে পণ্য মজুত করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করছেন কি না অথবা অযৌক্তিকভাবে পণ্যের দাম বাড়ানোর চেষ্টা করছেন কি না,সেদিকেও বিশেষ নজর রাখা হবে।মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে বিশেষ টাস্ক ফোর্সের পক্ষ থেকে আগামী দিনেও কালিয়াগঞ্জ-সহ জেলার বিভিন্ন বাজারে নিয়মিত নজরদারি ও অভিযান চালানো হবে।

পুলিশ-প্রশাসন অনুমতি না দিলেও হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে রায়নার শ্যামসুন্দর হাটতলায় সভা করল সিপিএম। সভায় ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

রায়গঞ্জে হোটেল-রেস্তোরাঁয় যৌথ পরিদর্শন, খাদ্য নিরাপত্তায় প্রশাসনের কড়া নজর

নিজস্ব সংবাদদাতা - সাধারণ মানুষের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার নিশ্চিত করতে রায়গঞ্জ শহরে যৌথভাবে পরিদর্শন অভিযান চালাল প্রশাসন ও বিভিন্ন দফতর।গত শুক্রবার রায়গঞ্জ মহকুমার এসডিও-র নেতৃত্বে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ, রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার ডিইবি টিম, এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ এবং ফুড সেফটি দফতরের আধিকারিকরা শহরের বিভিন্ন হোটেল,রেস্তোরাঁ ও খাবারের স্টলে অভিযান চালান।অভিযানে বিভিন্ন খাবারের দোকান ও রেস্তোরাঁয় খাদ্য নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত নির্ধারিত নিয়ম মানা হচ্ছে কি না,তা খতিয়ে দেখা হয়।খাবার তৈরি ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা হচ্ছে কি না,সেই বিষয়েও নজর দেন আধিকারিকরা।পাশাপাশি হোটেল ও রেস্তোরাঁর মালিক এবং কর্মীদের খাদ্যে ভেজাল রোধ,নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং

যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়ে সচেতন করা হয়।খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে কোনও ধরনের গাফিলতি যাতে না হয়,সে বিষয়েও সতর্ক করা হয়েছে।প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে,ভেজালমুক্ত ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতেই এই ধরনের অভিযান চালানো হচ্ছে।ভবিষ্যতেও খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে নজরদারি অব্যাহত থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

পুলিশ,ব্যাঙ্ক সমন্বয় জোরদারে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন - সাইবার প্রতারণা ও আর্থিক অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে অর্থ ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া আরও কার্যকর করতে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের উদ্যোগে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের নিয়ে সম্প্রতি একটি সমন্বয় কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।কর্মসূচিতে NCRP (National Cybercrime Reporting Portal)-এর অভিযোগ, অর্থ ফেরতের প্রক্রিয়া, GRM Module এবং MRM Module নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হয়।পুলিশ ও ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয় আরও মজবুত করে নাগরিকদের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি এবং অর্থ ফেরতের প্রক্রিয়া সহজ ও সময়োপযোগী করাই ছিল এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।অনুষ্ঠানে হুগলি গ্রামীণের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শান্তনু কুমার ঝা সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক ও কর্মী এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।নাগরিকদের আর্থিক স্বার্থ সুরক্ষিত রাখা এবং সাইবার ও আর্থিক প্রতারণা সংক্রান্ত অভিযোগের দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে পুলিশ ও ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় আরও জোরদার করার বার্তা দেওয়া হয় এই কর্মসূচিতে।

দশঘরা থেকে গুড়াপ পর্যন্ত ২৩ নং রাস্তার দু'পাশ আগাছায় ভরে গেছে, সাইট দেওয়া যায় না।সামনের দিক থেকে গাড়ি এলে টার্ন মুখে দেখাও যায় না।প্রায়শই দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন পথ চলতি মানুষজন।তার ওপর আবার বিভিন্ন জায়গায় রাস্তায় বড় বড় গর্ত।ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন পথ চলতি মানুষজন।।পিডব্লুডি কর্তৃপক্ষের কি এসব নজরে পড়ছে না? উঠছে প্রশ্ন।

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

থাকে ভারতবর্ষে,তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়",বিস্ফোরক মদন মিত্র।

● নির্দিষ্ট কোনও রেট চার্ট নেই,সিএসসি সেন্টারগুলো যে যেমন পারছে রেট নিচ্ছে বলে অভিযোগ।নেই কোনও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ।অসহায় সাধারণ মানুষ।

● "সাড়ে তিন মাসের সরকার সাপের পাঁচ পা দেখেছে। কিচ্ছু করার নেই। বাঁদরের চুল হলে বাঁদর কি করে চুল বাঁধবে বলুন",বিজেপিকে নিশানা করে তীব্র কটাক্ষ করলেন সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জী।

● "কাল যে সিংহাসনে ছিল আজ সে সিংহাসনে নেই। আজ যে সিংহাসনে আছে কাল সে সিংহাসনে থাকবে না। গণতন্ত্রে কেউ মালিক না,তারা সব ম্যানেজার। কিন্তু বিজেপি এসে মনে করছে সে ম্যানেজার নয়,সে মালিক।গণতন্ত্রে কেউ মালিক হয় না", বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

● শেষ বারের জন্য মেয়াদ বাড়লো 'যোগ্য' শিক্ষকদের।৩১ মে,২০২৭ পর্যন্ত বহাল থাকবেন 'চিহ্নিত অযোগ্য' নন এমন শিক্ষকরা,তারমধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে বলে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট ।

● "তৃণমূলকে একদম গণতান্ত্রিকভাবে খতম,আর সিপিএম যাতে উঠতে না পারে",দলীয় কর্মীদের এই দুটি শপথ বাক্য পাঠ করাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

● পড়ুয়াদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সব স্কুলে লাগানো হোক সিসিটিভি ক্যামেরা।শুধু ভিডিও রেকর্ডিং নয়,করা হোক অডিও ভিস্যুয়াল রেকর্ডিং।ক্লাস রুম,স্টাফ রুম, অফিস ঘর সহ স্কুলের প্রতিটি কোণা থাকুক সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায়।

● এবার থেকে প্রতি মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত জনগণের সমস্যার কথা শোনার জন্য অফিসে থাকবেন বিডিও,ওসি,ডিএম,এসপি সহ উচ্চ পদস্থ সরকারি আধিকারিকরা।কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই আপনি দেখা করতে পারবেন,জানাতে পারবেন আপনার সমস্যার কথা।

● জঘন্য পরিষেবা গুড়াপ ইলেকট্রিক অফিসের।প্রায় প্রতিদিনই ঘন্টা খানেক ধরে থাকে লোডশেডিং।এই প্যাচ প্যাচে গরমে নাজেহাল অবস্থা মানুষের।অফিসের ল্যান্ড ফোন দীর্ঘদিন ধরে খারাপ।ইলেকট্রিক গাড়িকে ফোন করলে এগারো হাজারে কাজ হচ্ছে বা গাছ কাটা হচ্ছে বলে অজুহাত দেওয়া হয় বলে অভিযোগ গ্রাহকদের।

● নন্দীগ্রামে এবং রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য দিনক্ষণ বদল হল উচ্চ মাধ্যমিক তৃতীয় সেমিষ্টার পরীক্ষার।৫ অক্টোবরের পরিবর্তে পরীক্ষা হবে ১২ অক্টোবর,৬ অক্টোবরের পরিবর্তে পরীক্ষা হবে ১৩ অক্টোবর এবং ৭ অক্টোবরের পরিবর্তে পরীক্ষা হবে ১৪ অক্টোবর।

● "সিপিআই(এম)-এর বুকস্টলে কোন্ বই থাকবে সেটা নিদান দেওয়ার দায়িত্ব শুভেন্দুকে কেউ কেউ দেয়নি",বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী।

● জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে শিক্ষক নিগ্রহের ঘটনায় অভিযুক্ত ছাত্রদের চিহ্নিত করে টিসি দেবার নির্দেশ দিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন।

● বর্ধমান স্টেশন থেকে কোট চত্বর পর্যন্ত অলিগলি ভাঙাচোরা সংকীর্ণ ঢালাই রাস্তা দিয়ে টোটোগুলো যে গতিতে যায় তাতে যেকোনও সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।টোটোর বেপরোয়া গতির কারণে প্রাণ হাতে নিয়ে টোটোতে বসে থাকেন যাত্রীরা,তবুও মুখ খোলেন না।বর্ধমান শহরজুড়ে এভাবেই চলছে টোটোরাজ,অভিযোগ।

● জিও'র মরণাপন্ন অবস্থা।নামেই ফোর জি,ফাইফ জি,বাস্তবে পরিষেবা একদম তলানিতে।স্পিড একদম নেই বললেই চলে।রিচার্জের খরচ তো দিন দিন বাড়ছে,তাহলে পরিষেবা কোথায় ? উঠছে প্রশ্ন।

● স্কুলে একাদশ,দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের আর দেওয়া হবে না মোবাইল ফোন কেনার টাকা,ঘোষণা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

● নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা করল বামফ্রন্ট।নন্দীগ্রামে বাম প্রার্থী শান্তি গোপাল গিরি এবং রেজিনগরে বাম প্রার্থী সৈয়দ আসাদ আলি।

● নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা করল তৃণমূল।জোড়াফুল প্রতীকেই লড়াই করবেন মমতা ব্যানার্জি'র স্নেহধন্য প্রার্থীরা।নন্দীগ্রামে প্রার্থী হচ্ছেন সঞ্চিতা প্রধান দে এবং রেজিনগরে প্রার্থী হচ্ছেন রবিউল আলম চৌধুরী।

● ডিজে বন্ধে কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দুর্গাপুজো ও বিসর্জনে ডিজে বাজানো যাবে না বলে ঘোষণা করলেন তিনি।লক্ষীপুজোর আগে বিসর্জন শেষ করতে হবে।মহাষ্টমীর দিন রাজ্যে বন্ধ থাকবে মদের দোকান,বারেও বিক্রি হবে না মদ,ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর।

This newspaper is published by Israil Mallick from Vill - Mathurapur,P.O - Shiptai,P.S - Jamalpur,Dist - Purba Bardhaman,Pin - 712308,State - West Bengal on behalf of Israil Mallick, edited by Israil Mallick and printed by Mita Dutta at Barsha offset and Printing Press, Holding no.138/A,5 No. Ichlabad,Palpara, Burdwan,Purba Bardhaman,West Bengal - 713103